Cyber Support for Women & Children

SHUCHONA III
The Initiative

FOUNDATION FOR A JUST SOCIETY

নারী ও শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তা প্ল্যাটফর্ম এর ০৭ দফা দাবীসমুহ

দেশে ইন্টারনেটের ব্যবহারের ফলে সাইবার জগতের অধিকার সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বাড়ছে। অনলাইনে সংঘটিত বিভিন্ন সহিংসতার মধ্যে নারী ও শিশু সম্পর্কিত ঘটনাগুলো স্পর্শকাতর হওয়ার কারণে অনেক ভুক্তভোগী যথাযথ প্রতিরোধ বা প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নিতে অক্ষম হন। এই পরিস্থিতিতে সমন্বিতভাবে কাজ করতে গত ২০২২ সালে ১৪টি সংগঠনের সমন্বয়ে "সাইবার সাপোর্ট ফর উইম্যান এন্ড চিলড্রেন" নামক প্লাটফর্ম গঠন করা হয়েছে।

"সাইবার সুরক্ষায় সচেতনতা গড়ি, নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করি" এই স্লোগানকে সামনে রেখে আমাদের এ প্ল্যাটফর্মটি দনিম্নোক্ত ৭ দফা দাবীসমুহ বাস্তবায়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে।

স্বল্পমেয়াদী দাবীসমুহ

আইনগত সংস্কার:

১. সাইবার আইনে প্রযুক্তি- নির্ভর যৌন সহিংসতাকে অন্তর্ভুক্ত করা:

অনলাইনে নারীদের সম-অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন নিশ্চিতের জন্য সেই সাথে অনলাইনে আত্মনিয়ন্ত্রণের (self-censorship) সংস্কৃতিকে প্রতিকারের জন্য সাইবার আইনে প্রযুক্তি-নির্ভর যৌন সহিংসতার ধরন বিশেষ করে ডক্সিং এবং সাইবার গ্রুমিংয়ের মতো অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করা হবে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর দ্বারা প্রণীত সংজ্ঞা, এবং গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর অ্যাকশনের সংজ্ঞা অনুসরণ করা প্রয়োজন।

২. ডিজিটাল ফরেনসিক সাক্ষ্যকে আমলে নেয়া বাধ্যতামূলক করা:

সাইবার অপরাধের বিচারিক কার্যক্রমে ডিজিটাল ফরেনসিক প্রমাণ দাখিলের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়নি, যার ফলে প্রমাণ গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে অসঙ্গত মানদণ্ড তৈরি হয় এবং ন্যায়বিচার ব্যাহত হবার সম্ভাবনা রয়ে যায়। তাই ডিজিটাল ফরেনসিক সাক্ষ্যকে সাইবার অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য আমলে নেয়া বাধ্যতামূলক করার জন্য সাইবার আইনে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

Webpage

CSWC

Facebook Page

বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন

প্ল্যাটফর্ম সদস্যদের হেল্পলাইন:

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)- ০১৭১৫-২২০২২০
সাইবার ক্রাইম অ্যাওরনেস ফাউন্ডেশন- ০১৯৫৭-৬১৬২৬৩
সাইবার টিনস ফাউন্ডেশন- ১৩২১৯

Cyber Support for Women & Children

SHUCHONA III
The Initiative

FOUNDATION FOR A JUST SOCIETY

দীর্ঘমেয়াদী দাবীসমূহ

আইনগত সংস্কার:

৩. পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ সংশোধন:

দণ্ডবিধি, ১৮৬০, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এবং সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ এ তিনটি আইনে 'অশ্লীলতা' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সুনির্দিষ্ট বিচারিক সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়নি যার কারণে পর্ণোগ্রাফিক কন্টেন্ট সংক্রান্ত একই অপরাধের জন্য র-এর অধীনে একাধিক মামলা পরিচালনার সুযোগ তৈরি হবে। তাই পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২-কে সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংশোধন করে ডিজিটাল অসম্মতিপূর্ণ পর্নোগ্রাফিকে অপরাধ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং আইনটির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা জরুরী।

৪. ভুক্তভোগীর সংবেদনশীল এবং ব্যক্তিগত প্রমাণাদির যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষা:

অনলাইন সহিংসতায় নারী ভুক্তভোগীর সংবেদনশীল এবং ব্যক্তিগত প্রমাণাদি যথাযথ গোপনীয়তা বজায় রেখে সংরক্ষণ এবং আদালতে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুক্তভোগীর পরিচয় প্রকাশ না করা এবং ভুক্তভোগী সাক্ষাতকার কিংবা কোনরূপ তথ্য-উপাত্ত প্রচার থেকে বিরত রাখার নির্দেশনা আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ব্যক্তিগত প্রমাণাদির যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সত্ত্বা বা সেবা প্রতিষ্ঠানের করনীয় নিয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার:

৫. বিশেষ সাইবার ক্রাইম সেল গঠন করা:

ডিজিটাল ইন্টারমিডিয়ারি প্ল্যাটফর্মগুলোর (যেমন: মেটা, টিকটক, এক্স, ইমো এবং অন্যান্য) সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে দ্রুত তথ্য আদানপ্রদান, লিঙ্গভিত্তিক সংবেদনশীল তথ্য-উপাত্ত অপসারন এবং সাইবার অপরাধ দমনে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পুলিশ বিভাগের অধীনে একটি বিশেষ সাইবার ক্রাইম সেল গঠন করা সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন করা আবশ্যক, যাতে অতিরাষ্ট্রিক (Extra-territorial Jurisdiction) অনলাইন সহিংসতা ও সাইবার অপরাধের ভুক্তভোগীরা দ্রুত প্রতিকার পেতে পারে।

৬. বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনলাইন সহিংসতার সংবেদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

নারী, শিশু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রযুক্তিনির্ভর লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (TFGBV) এবং অনলাইন বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য, ভুয়া তথ্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য মোকাবিলায় পুলিশ কর্মকর্তাদের, বিশেষ করে পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন (PCSW), বিচারক এবং আইনজীবীর জন্য এই সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।

৭. শিক্ষা পাঠ্যক্রমে ডিজিটাল সাক্ষরতা সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা:

প্রযুক্তি-উদ্ভূত যৌন সহিংসতা সম্পর্কে ধারণা এবং প্রচলিত নেতিবাচক সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তন করার জন্য অনলাইনের সতর্ক ব্যবহার, প্রযুক্তি-উদ্ভূত সহিংসতার বিভিন্ন ধরন এবং প্রতিকারের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর থেকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে পাঠ্যসূচি সংশোধন করা দরকার।

এই প্রকাশনাটি মূলত CREA-এর সহযোগিতায় বাস্তবায়িত OVOF (আওয়ার ভয়েস আওয়ার ফিউচার) প্রকল্পের অধীনে BLAST কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। বর্তমানে এটি FJS-এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত SHUCHONA iii প্রকল্পের অধীনে পুনর্মুদ্রণ করা হচ্ছে